খলিফা সিরিজ-৩

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

খলিফাতুল মুসলিমিন

উসমান

ইবনু আফফান রা.

খলিফা সিরিজ-৩

খলিফাতুল মুসলিমিন

উসমান

ইবনু আফফান রা.

মূল : **ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি**

অনুবাদ : **আবদুর রশীদ তারাপাশী**

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় প্রকাশ : এপ্রিল ২০২২
প্রথম প্রকাশ : ৫ জুন ২০২১

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৭৬০, US $ 25. UK £ 17

প্রচ্ছদ : কাজী সাফওয়ান

নামলিপি : সাইফ সিরাজ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-95932-1-8

Unman Ibn Affan Ra.
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

সর্বাবস্থায় সব প্রশংসা রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলার। কালান্তর প্রকাশনী থেকে সিরাতুন নবি ﷺ ও খুলাফায়ে রাশিদিনের জীবনীগ্রন্থ প্রকাশের ধারাবাহিকতায় বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান ইবনু আফফানের জীবনীগ্রন্থ। পূর্ববর্তী সংস্করণে কিছু সমস্যা থাকার কারণে আমরা অভিজ্ঞ অনুবাদকের হাতে সম্পূর্ণ নতুনভাবে অনুবাদ করিয়ে আপনাদের সামনে পেশ করছি। আশা ছিল রমজানের আগেই আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারব। কিন্তু মানুষ যা চায়, সবসময় তা হয়ে ওঠে না। কেননা, সময়ের নিয়ন্ত্রণ মানুষের হাতে নেই। কাজ যখন চূড়ান্তপ্রায়, সামান্য ঘষামাজার কাজটুকুই শুধু বাকি, তখন অবস্থা আমাকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে দিগ্‌ভ্রান্তের মতো। এ অবস্থায় অস্থিরচিত্ততার ভেতর দিয়ে এখানে-ওখানে বসে কাজটি সমাপ্ত করতে পারায় আবারও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহর। তাঁর দয়া ও সাহায্য না থাকলে কাজটি সমাপ্ত করার সাধ্য ছিল না আমার।

সিরাতে উসমান ইসলামের ইতিহাসের এক আলোকোজ্জ্বল অধ্যায়। মহত্ত্ব, মর্যাদা, নিষ্ঠা, জিহাদ এবং আল্লাহর পথে দাওয়াতে তাঁর ভূমিকা ও অবদানের মতো এমন আলোকিত জীবন অন্য কোনো জাতি-কালে দেখা যায়নি। ইসলামের বিকাশসাধনে নিবেদিত এই মহান খলিফার জীবনীর ওপর বহু গ্রন্থ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছে।

গ্রন্থটি *তাইসিরিল কারিমিল মান্নান ফি সিরাতি উসমান ইবনু আফফান রা. শাখসিয়াতুহু ওয়া আসরুল্লাহ*-এর অনূদিত রূপ, যার লেখক মুসলিমবিশ্বের অতি পরিচিত মুখ, উচ্চতর গবেষক ও চিন্তাবিদ ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি। তিনি আবেগ ও ভক্তির আতিশয্য পরিহার করে একজন গবেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে এ গ্রন্থে উসমানের জীবন ও কর্মের মূল্যায়ন করেছেন। গ্রন্থটিতে আন্তর্জাতিক ও স্বীকৃত মানের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বিশেষ করে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ

ও মূল্যায়ন করা হয়েছে খিলাফত পরিচালনায় তাঁর সুচিন্তিত ও কল্যাণকর পদক্ষেপসমূহ নিয়ে। প্রামাণ্য তথ্যের কারণে গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য।

যারা অ্যাকাডেমিক সিরাত অধ্যয়নে স্বচ্ছন্দ, তারা সাল্লাবির গ্রন্থগুলো অতুলনীয় হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। ইতিমধ্যে কালান্তর প্রকাশনী থেকে লেখকের অনেকগুলো গ্রন্থ প্রকাশের পর তা ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। আমরা আশা করব, আলোচ্য গ্রন্থটিও এর ব্যতিক্রম হবে না।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন কথাসাহিত্যিক আবদুর রশীদ তারাপাশী। তিনি পাঠকের কাছে ভাষার জাদুকর হিসেবেই পরিচিতি পেয়েছেন। কালান্তরের সবচেয়ে বেশি অনুবাদগ্রন্থ তাঁর হাত দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহ তাঁর ছায়া আমাদের ওপর দীর্ঘ করুন।

গ্রন্থটির বানানসমন্বয়ের কাজ করেছেন ইলিয়াস মশহুদ, আবদুল্লাহ আরাফাত ও মুতিউল মুরসালিন। আল্লাহ তাদের সবকিছুতে বরকত দিন। আর আমি নিজে দুবার পড়েছি। সাধ্যের সবটুকু দিয়ে আমরা চেষ্টা করেছি বইটি সর্বোচ্চ মানে প্রকাশের। কতটুকু পেরেছি, সেটা বিবেচনার ভার পাঠকের ওপর। কবুল করার মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন।

আল্লাহ এই গ্রন্থ থেকে সবাইকে উপকৃত করুন। নিজ অনুগ্রহ ও দয়ায় এতে বরকত দিন—তাঁর কাছে কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনাই আমাদের।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
২৯ মে ২০২১

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানবজাতির আদি পিতা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টির ইচ্ছাপোষণ করলে ফেরেশতাদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'আমি ভূমণ্ডলে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।' আল্লাহর এ কথা থেকেই বোঝা যায়—মানবজাতি প্রেরিত হবে পৃথিবীতে এবং সেখানে তাদের দায়িত্ব হবে জমিনে সর্বস্তরে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ ব্যক্তি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করা। মানবজীবনকে আল্লাহ-নির্দেশিত পন্থায় পরিচালনা করা। আর এই পরিচালনায় যিনি নেতৃত্ব দেবেন, তিনিই পরিচিত হবেন খলিফাতুল্লাহ বা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে।

জমিনে প্রথম খলিফাতুল্লাহ ছিলেন আদি পিতা আদম আ.। তাঁর পরে কালপরিক্রমায় মানুষের হিদায়াতের লক্ষ্যে আল্লাহ যে-সকল নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন, তাঁরা সবাই ছিলেন খলিফাতুল্লাহ বা আল্লাহর প্রতিনিধি। তবে এ ধারার ইতি ঘটেছে আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাধ্যমে। আমাদের নবিজিই ছিলেন এই পৃথিবীতে আল্লাহর শেষ খলিফা বা প্রতিনিধি।

কিন্তু শেষ নবির পরও তো কিয়ামত অবধি পৃথিবীতে থাকবে মানুষের অস্তিত্ব। তাঁদের জন্য কে হবে আল্লাহর প্রতিনিধি? কে তাদের পরিচালনা করবে চিরন্তন কল্যাণের পথে? হ্যাঁ, তারা সরাসরি খলিফাতুল্লাহদের শিক্ষাধন্য না হলেও তাদের মধ্যে থাকবে শ্রেষ্ঠতম নবির শিক্ষা তথা মিনহাজুন নুবুওয়াহর আলোকে খিলাফতব্যবস্থা।

নবিজির অন্তর্ধানের পর যে খিলাফত প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল এবং প্রায় ৩৩ বছর নববি আদর্শে পরিচালিত হয়ে জগতের ইতিহাসে সোনালি অধ্যায় রচনা করেছিল, সেই মহান খিলাফতকেই বলা হয় খিলাফতে রাশিদা বা খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ।

যে চার মহাপুরুষ সেই খিলাফত পরিচালনা করে গেছেন, তাঁরা ছিলেন প্রিয় নবির দুই শ্বশুর ও দুই জামাতা তথা সিদ্দিকে আকবার আবু বকর, ফারুকে আজম

উমর, জুননুরাইন উসমান এবং আবু তুরাব আলি মুরতাজা রাজিআল্লাহু আনহুম আজমায়িন। তাঁরা রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় এমন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত আগত-অনাগত সকল জাতির জন্য আদর্শ।

আমাদের দুর্ভাগ্য, আজকের মুসলমানরা শুধু খিলাফত থেকেই বঞ্চিতই নয়, বঞ্চিত ইসলামি শাসনব্যবস্থা থেকেও। চারিদিকে আজ অনৈসলামিক ব্যবস্থার জয়জয়কার। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নেই নিরাপত্তা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা। অথচ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন থাকলে এত অশান্তি, অনাচার ও অরাজকতা থাকার কথা ছিল না। সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে স্থিতিশীলতা, শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে হলে জমিনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ। কিন্তু তার আগে জানতে হবে যখন ইসলামি সমাজব্যবস্থায় খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন মুসলিম সমাজ কতটা শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করেছিল। উন্নতির কোন স্তর পর্যন্ত মাড়িয়েছিল—তা জানা ও জানানোর লক্ষ্য নিয়েই কালান্তর প্রকাশ করছে খলিফা সিরিজ। উক্ত সিরিজের তৃতীয় গ্রন্থটিই হচ্ছে আপনার হাতে শোভা পাওয়া গ্রন্থটি।

এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে ইসলামের তৃতীয় খলিফা মহান সাহাবি উসমান রা.-এর জীবনচরিত। কে ছিলেন উসমান, কেমন ছিল তাঁর শাসনব্যবস্থা, কেমন ছিল তাঁর ব্যক্তিজীবন প্রভৃতি বিষয় নিখুঁতভাবে উঠে এসেছে বইয়ের পাতায় পাতায়।

স্বভাবলাজুক ওই মহান সাহাবির অমলিন কীর্তিগাথা এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে বলে শেষ করার মতো নয়। তাঁর শাসনকালের প্রথমদিকে তাঁর জিহাদি প্রেরণায় ইসলামি সাম্রাজ্য এশিয়ার গণ্ডি পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল অন্ধকার আফ্রিকায়। তাঁরই যুগে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল ইসলামি নৌবহর। মুসলমানরা জয় করেছিলেন সাইপ্রাস।

এ ছাড়া এই গ্রন্থে উসমানের আরও অনেক মহত্ত্ব ও কর্মগাথা সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন বিশ্বনন্দিত ইতিহাসবিদ ও গবেষক ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি। তুলে ধরেছেন তাঁর ইমান, ইলম, আখলাক ও জীবনাচার। অমূল্য ও হৃদয়স্পর্শী ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন দক্ষ হাতে। আমরা আশা করি, এসব ঘটনার আলোচনা প্রাণের উর্বরতা ও ইমানের সজীবতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। উসমানের জীবনের শিহরণ-জাগানিয়া মূল্যবান বহু ঘটনা আমাদের অন্ধকার হৃদয়কে দেখাবে সফেদ আলো। সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বাড়তি কিছু বলা বাহুল্য মনে করছি।

দেশের প্রতিশ্রুতিশীল ও স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কালান্তর প্রকাশনীর কর্ণধার ভাই আবুল কালাম আজাদ যেভাবে আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়ে অনুবাদকর্মে

সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন, তা এককথায় বর্ণনাতীত। তার নিষ্ঠা, ত্যাগ ও অকৃত্রিম ভালোবাসা আমাকে কৃতজ্ঞতার দায়ে আবদ্ধ করে ফেলেছে।

আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি এ কাজটি সম্পন্ন করার তাওফিক দিয়েছেন। সেই বরকতওয়ালা সত্তা যেন আমাদেরকে রাসুলের পরিপূর্ণ ইত্তিবা-অনুসরণ করে জীবন ও মৃত্যু দান করেন।

এ কথা কারও অজানা নয় যে, খুলাফায়ে রাশিদিনের আদর্শপূর্ণ জীবনচরিতগুলো আমাদের ইমানের খোরাক। আমলে জজবা আনার অন্যতম উপায়। তাই একটি নির্ভুল, সুন্দর ও সহজপাঠ্য গ্রন্থ লেখা, অনুবাদ করা বা পড়া সবারই ঐকান্তিক কামনা। তথাপি মানুষ তার উৎসের বাইরে নয়। ত্রুটিবিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। অনুবাদে অজ্ঞাতসারে বা অসতর্কতাবশত ভুলভ্রান্তি, ত্রুটিবিচ্যুতি, অসামঞ্জস্য, অসংলগ্নতা, ভাষা প্রয়োগে জটিলতা কিংবা ভাবের গরমিল থেকে যেতে পারে। পাঠক এগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা রাখি। তবে মৌলিক কোনো বিচ্যুতি চোখে পড়লে সংশোধনের মনোভাব নিয়ে জানাবেন; পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের কাজে বরকত দিন এবং কবুলিয়াতের বারিধারায় সিক্ত করুন।

আবদুর রশীদ তারাপাশী
২৯ মে ২০২১

সূচি

ভূমিকা # ১৯

প্রথম অধ্যায়

মক্কা ও মদিনায় উসমান ইবনু আফফান # ২৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, বংশতালিকা, উপনাম, উপাধি, গুণাবলি, পরিবার এবং জাহিলি যুগে তাঁর অবস্থান # ৩১

এক : নাম, বংশতালিকা, উপনাম ও উপাধিসমূহ ৩১
দুই : পরিবার ৩৩
তিন : জাহিলি যুগে তাঁর অবস্থান ৩৭
চার : ইসলামগ্রহণ ৩৮
পাঁচ : নবিকন্যা রুকাইয়ার সঙ্গে বিয়ে ৪০
ছয় : জীবনের পরীক্ষা এবং হাবশায় হিজরত ৪১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উসমান এবং কুরআন # ৪৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মদিনায় নবিজির নিরবচ্ছিন্ন সাহচর্য # ৫৩

এক : রাসুলের সঙ্গে জিহাদের ময়দানে ৫৪
দুই : মদিনায় উসমানের সামাজিক জীবন ৬৭
তিন : ইসলামি রাষ্ট্র বিনির্মাণে অর্থনৈতিক সাহায্য ৭০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উসমানের মর্যাদার ব্যাপারে হাদিসসমূহ # ৭৩

এক : অন্যদের সঙ্গে জড়িত তাঁর মর্যাদা-সংক্রান্ত হাদিসসমূহ ৭৩
দুই : উসমানের শাহাদাত সম্পর্কে নবিজির ভবিষ্যদ্‌বাণী ৭৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আবু বকর ও উমরের শাসনামলে উসমান # ৮১

এক : আবু বকরের শাসনামলে ৮১
দুই : উমরের শাসনামলে উসমান ৮৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

উসমানের খিলাফত, তাঁর শাসনরীতি ও ব্যক্তিগত গুণাবলি # ৮৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

উসমানের খিলাফত # ৯১

এক : খলিফা নির্বাচন-সংক্রান্ত উমরের প্রজ্ঞা ৯১
দুই : পরবর্তী খলিফার প্রতি উমরের উপদেশ ৯৭
তিন : শুরাপরিষদে আবদুর রাহমান ইবনু আউফের নীতি ১০৪
চার : শুরা সম্পর্কে রাফিজিদের মিথ্যাচার ১০৮
পাঁচ : খিলাফতের ব্যাপারে উসমানের অগ্রগামিতা ১১৩
ছয় : উসমানের খিলাফতের ওপর ইজমা ১১৮
সাত : উসমানের ওপর আলিকে প্রাধান্য দেওয়ার বিধান ১২৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উসমানের শাসনপদ্ধতি # ১২৫

এক : প্রশাসক, গভর্নর, সেনাপতি এবং সাধারণ জনতার উদ্দেশে উসমানের পত্রাবলি ১২৬
দুই : শাসনব্যবস্থার মূল উৎস ১৩১
তিন : খলিফার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ জনগণের অধিকার ১৩৩
চার : মজলিসে শুরা ১৩৪
পাঁচ : সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতা ১৩৬
ছয় : স্বাধীনতা ১৩৬
সাত : মূল্যায়ন ১৩৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যক্তিগত গুণাবলি # ১৪৫

এক : ইলম এবং শিক্ষাদীক্ষার ক্ষমতা ও যোগ্যতা ১৪৫
দুই : সহনশীলতা ১৫২
তিন : মহানুভবতা ১৫২
চার : কোমলতা ১৫৩
পাঁচ : ক্ষমা ও অনুগ্রহ ১৫৪
ছয় : বিনয় ১৫৫
সাত : লজ্জা ও পবিত্রতা ১৫৬
আট : বদান্যতা ১৫৬
নয় : বীরত্ব ও বাহাদুরি ১৫৭
দশ : দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা ১৫৯
এগারো : ধৈর্য ১৬০
বারো : সুবিচার ১৬২
তেরো : ইবাদত ১৬২
চৌদ্দ : আল্লাহর ভয়, আত্মার হিসাবনিকাশ এবং কান্নাকাটি ১৬৩
পনেরো : দুনিয়াবিরাগ ১৬৪
ষোলো : কৃতজ্ঞতা ১৬৫
সতেরো : মানুষের খোঁজখবর রাখা ১৬৬
আঠারো : পরিধি নির্ধারণ ১৬৬
উনিশ : সুযোগ্য ব্যক্তিদের সহায়তা গ্রহণ ১৬৭

তৃতীয় অধ্যায়

উসমানের শাসনামলে অর্থ ও বিচারবিভাগ # ১৬৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

অর্থবিভাগ # ১৭১

এক : দায়িত্ব গ্রহণের সময় অর্থনৈতিক কৌশল ঘোষণা ১৭১
দুই : জনগণের উদ্দেশে জাকাত-সংক্রান্ত মূলনীতি ঘোষণা ১৮০
তিন : গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ ১৮৪
চার : উসমানি শাসনামলে জিজয়া খাত থেকে আয় ১৮৯

পাঁচ : উসমানি শাসনামলে রাজস্ব এবং উশর থেকে আমদানি ১৯৩
ছয় : ভূমি জায়গির প্রদানে উসমানের নীতি ১৯৪
সাত : রাষ্ট্রীয় ভূমি চারণভূমিতে রূপান্তরের উসমানি নীতি ১৯৭
আট : উসমানি শাসনামলে সাধারণ ব্যয় নির্বাহের ধরন ও প্রকার ১৯৮
নয় : উসমানের খিলাফতকালে বিশেষ দানব্যবস্থা ২০২
দশ : সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে প্রাচুর্যের প্রভাব ২০৩
এগারো : বায়তুলমাল থেকে উসমানের নিকটাত্মীয়দের দান ২০৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিচারবিভাগ এবং কতিপয় ফিকহি ইজতিহাদ # ২১১

এক : কিসাস, হুদুদ ও তাজির-সংক্রান্ত ২১৫
দুই : ইবাদত ও লেনদেন ২২৫

চতুর্থ অধ্যায়

উসমানের শাসনামলে বিজয়ধারা # ২৪৩

প্রাক্‌কথন # ২৪৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্বাঞ্চলের বিজয় # ২৪৭

এক : কুফাবাসীর বিজয় : আজারবাইজান (২৪ হিজরি) ২৪৭
দুই : রোমানদের কার্যক্রম ব্যর্থ করতে কুফাবাসীদের অংশগ্রহণ ২৪৮
তিন : ৩০ হিজরিতে তাবারিস্তানে সায়িদ ইবনুল আসের অভিযান ২৫০
চার : পারস্যসম্রাট ইয়াজদাগির্দের খোরাসান অভিমুখে পলায়ন ২৫১
পাঁচ : ৩১ হিজরিতে পারস্যসম্রাট ইয়াজদাগির্দকে হত্যা ২৫১
ছয় : মৃত্যুর পর ইয়াজদাগির্দের প্রতি খ্রিষ্টানদের নমনীয়তা ২৫৪
সাত : ৩১ হিজরিতে আবদুল্লাহ ইবনু আমিরের বিজয়াভিযান ২৫৫
আট : ৩২ হিজরিতে ‘বাব’ ও ‘বালানজারে’ অভিযান ২৫৬
নয় : ৩২ হিজরিতে কুফা ও শামবাসীর মধ্যে প্রথম মতবিরোধে ২৬০
দশ : ৩৩ হিজরিতে ইবনু আমিরের বিজয়াভিযান ২৬১
এগারো : আহনাফের বাহিনীর সঙ্গে তাখারিস্তান,
জওজজান, তালোকান ও ফারিয়াববাসীর যুদ্ধ ২৬৩

বারো : ৩৩ হিজরিতে বলখিদের সঙ্গে আহনাফের সন্ধি ২৬৫
তেরো : 'এখান থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা আদায় করব' ২৬৬
চৌদ্দ : খোরাসানে কারিনের পরাজয় ২৬৭
পনেরো : পূর্বাঞ্চল বিজয়ের অন্যতম সেনাপতি আহনাফ ইবনু কায়েস ২৬৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শামের বিজয়সমূহ # ২৭৮

এক : হাবিব ইবনু মাসলামা ফিহরির বিজয়াভিযান ২৭৮
দুই : নৌযুদ্ধের প্রথম আদেশদাতা উসমান ২৭৯
তিন : সাইপ্রাসযুদ্ধ ২৮০
চার : আত্মসমর্পণ এবং সন্ধির আবেদন ২৮৩
পাঁচ : আবদুল্লাহ ইবনু কায়েস শামের নৌবহরের সেনাপতি ২৮৪
ছয় : সাইপ্রাসবাসীর সন্ধি লঙ্ঘন ২৮৬
সাত : মানুষ পাপী হলে আল্লাহর কাছে কতই-না লাঞ্ছিত হয় ২৮৭
আট : উবাদা ইবনু সামিত সাইপ্রাসের গনিমত বণ্টন করছিলেন ২৮৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিসরীয় রণক্ষেত্রে বিজয়সমূহ # ২৯০

এক : আলেকজান্দ্রিয়ার বিদ্রোহীদের দমন ২৯০
দুই : নুবিয়া অঞ্চল বিজয় ২৯৩
তিন : আফ্রিকা বিজয় ২৯৪
চার : আফ্রিকা বিজয়ে আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরের বীরত্ব ২৯৮
পাঁচ : জাতুস-সাওয়ারিযুদ্ধ (Battle of the Masts) ৩০৩
ছয় : উসমানি বিজয়াভিযানের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও তাৎপর্য ৩১১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক মাসহাফে উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে উসমানের অনন্য কীর্তি # ৩২৭

এক : কুরআন লিপিবদ্ধকরণের ধাপসমূহ ৩২৭
দুই : কুরআন সংকলনে জুমহুর সাহাবির থেকে পরামর্শ গ্রহণ ৩৩৪
তিন : আবু বকর ও উসমানের কুরআন সংকলনে পার্থক্য ৩৩৬
চার : মাসহাফে উসমানি কি কিরাআতের সাত রীতিসমৃদ্ধ ৩৩৭
পাঁচ : বিভিন্ন শহরে পাঠানো উসমানের মাসহাফের সংখ্যা ৩৩৯

ছয় : মাসহাফে উসমানির ব্যাপারে ইবনু মাসউদের অবস্থান ৩৩৯
সাত : বিরোধ-সংক্রান্ত আয়াতে সাহাবিদের উপলব্ধি ৩৪২

পঞ্চম অধ্যায়

উসমানের খিলাফতকালে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা # ৩৪৬

প্রথম পরিচ্ছেদ

উসমানি শাসনামলে ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রদেশসমূহ এবং গভর্নরদের সঙ্গে তাঁর কর্মপদ্ধতি # ৩৪৭

এক : মক্কা মুকাররামা ৩৪৭
দুই : মদিনাতুন নবি ৩৪৮
তিন : বাহরাইন ও ইয়ামামা ৩৪৮
চার : ইয়ামেন ও হাজরামাউত ৩৫০
পাঁচ : শাম ৩৫১
ছয় : আরমেনিয়া ৩৫২
সাত : মিসর ৩৫৩
আট : বসরা ৩৫৫
নয় : কুফা ৩৫৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গভর্নরদের সঙ্গে উসমানি রাষ্ট্রনীতি এবং তাদের অধিকার ও দায়িত্ব # ৩৬৬

এক : গভর্নরদের সঙ্গে উসমানের রাষ্ট্রনীতি ৩৬৬
দুই : রাজ্যপ্রশাসকদের পর্যবেক্ষণ ও তদন্তে উসমানি পদ্ধতি ৩৬৮
তিন : গভর্নরদের অধিকার ৩৭১
চার : গভর্নরদের দায়িত্ব ৩৭৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উসমানের গভর্নরদের বাস্তবতা # ৩৮২

এক : মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান উমাবি ৩৮৫
দুই : আবদুল্লাহ ইবনু আমির ইবনু কুরাইজ ৩৯০
তিন : ওয়ালিদ ইবনু উকবা উমাবি ৩৯৫

চার : সায়িদ ইবনুল আস উমাবি ৪০২
পাঁচ : আবদুল্লাহ ইবনু সাআদ ইবনু আবি সারাহ ৪০৮
ছয় : মারওয়ান ইবনুল হাকাম উমাবি ও তাঁর পিতা ৪১০
সাত : উসমান কি মুসলমানদের আনুপাতিক হারের ওপর নিকটাত্মীয়দের সৌজন্য দেখিয়েছেন ৪১৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আবু জার গিফারি ও উসমানের সম্পর্কের স্বরূপ # ৪১৮

এক : ঘটনার সারাংশ ৪৮১
দুই : ইবনু সাবা কর্তৃক আবু জারের প্রভাবিত হওয়ার খণ্ডন ৪২৭
তিন : আবু জারের ইনতিকাল ও উসমান কর্তৃক তাঁর সন্তানদের নিজের পরিবারভুক্ত করে নেওয়া ৪২৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

উসমানের হত্যাসম্পর্কীয় ফিতনার কারণসমূহ # ৪৩১

প্রথম পরিচ্ছেদ

উসমানের হত্যাকেন্দ্রিক ঘটনাবলি, উসমান-হত্যার ফলে সংঘটিত উষ্ট্র ও সিফফিনযুদ্ধ নিয়ে গবেষণার গুরুত্ব এবং এ ব্যাপারে রাসুলের ভবিষ্যদ্‌বাণীর তাৎপর্য # ৪৩৩

এক : উষ্ট্রযুদ্ধ ও সিফফিনযুদ্ধ এবং উসমানের হত্যাকেন্দ্রিক ঘটনাবলি নিয়ে গবেষণার গুরুত্ব ৪৩৩
দুই : ফিতনা সম্পর্কে রাসুলের ভবিষ্যদ্‌বাণীর তাৎপর্য ৪৩৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উসমানের হত্যাকেন্দ্রিক ফিতনার কারণ # ৪৪৪

এক : সচ্ছলতা ও সমাজে এর প্রভাব ৪৪৮
দুই : উসমানের সময় সামাজিক বিবর্তনের ধরন ৪৫২
তিন : উসমানের শাসনকাল উমরের পরে হওয়া ৪৬২
চার : মদিনা থেকে নেতৃস্থানীয় সাহাবিদের চলে যাওয়া ৪৬২
পাঁচ : জাহিলি জাতীয়তাবাদ ৪৬৪
ছয় : ইসলামি বিজয়াভিযান থেমে যাওয়া ৪৬৪

সাত : পরহেজগারির ভুল অর্থ ৪৬৫
আট : জাগতিক উচ্চাভিলাষ ৪৬৬
নয় : হিংসুকদের ষড়যন্ত্র ৪৬৬
দশ : উসমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও বিদ্রোহের পরিকল্পনা ৪৬৭
এগারো : মানুষকে উসকানি দেওয়ার উপায় ও পদ্ধতি গ্রহণ ৪৯৬
বারো : ফিতনা সৃষ্টিতে সাবায়িদের ভূমিকা ৪৭০

সপ্তম অধ্যায়

উসমান ইবনু আফফানকে হত্যা # ৪৮০

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফিতনার উত্তেজনা # ৪৮১

এক : সংস্কারমূলক কাজে দুরাচারদের কোণঠাসা অনুভব ৪৮২
দুই : ইয়াহুদিচক্রের নেতা আবদুল্লাহ ইবনু সাবা ৪৮৪
তিন : সায়িদ ইবনুল আসের সভায় ভণ্ডদের ভণ্ডামি ৪৮৬
চার : মুআবিয়ার কাছে নির্বাসিত দুষ্কৃতকারীরা ৪৮৭
পাঁচ : ফিতনাবাজদের কুফায় প্রত্যাবর্তন ও জাজিরায় নির্বাসন ৪৯৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফিতনা মোকাবিলায় উসমানের কর্মনীতি # ৫০৬

এক : তদন্তকমিটি গঠনে বিভিন্ন সাহাবির পরামর্শ ৫০৬
দুই : প্রদেশসমূহের মুসলমানদের প্রতি সর্বজনীন বিবৃতি ৫০৮
তিন : প্রদেশসমূহের গভর্নরদের সঙ্গে পরামর্শ ৫০৯
চার : বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন ৫১৪
পাঁচ : বিদ্রোহীদর কয়েকটি দাবি পূরণ ৫১৮
ছয় : ফিতনা থামিয়ে রাখতে উসমানের কর্মপদ্ধতি ৫১৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিদ্রোহীদের মদিনা দখল # ৫২২

এক : বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিদ্রোহীদের আগমন ৫২২
দুই : অবরোধের সূচনা ও ফিতনাবাজ নেতাদের পেছনে সালাত আদায় প্রশ্নে উসমানের অভিমত ৫২৯

তিন : উসমান ও অবরোধকারীদের মধ্যকার আলাপ-আলোচনা ৫৩১
চার : সাহাবিগণের প্রতিরক্ষার চেষ্টা ও তাঁর প্রত্যাখ্যান ৫৩৭
পাঁচ : উম্মাহাতুল মুমিনিনসহ কতিপয় নারী সাহাবির ভূমিকা ৫৪৪
ছয় : সে বছর হজের আমির কে ছিলেন এবং উসমান কি রাজ্যপ্রশাসকদের সাহায্য চেয়েছিলেন ৫৪৮
সাত : উসমানের শাহাদাত
আট : শাহাদাতের তারিখ, তাঁর বয়স এবং জানাজা ও দাফন ৫৬৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উসমানের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সাহাবিগণের প্রতিক্রিয়া # ৫৭০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উসমানের হত্যাকাণ্ড থেকে মুক্ত থাকা প্রসঙ্গে সাহাবিগণের উক্তি # ৫৭৩

এক : আহলে বায়তের প্রশংসা ও হত্যা-সংশ্লিষ্টতা থেকে মুক্ত থাকা ৫৭৩
দুই : আম্মার ইবনু ইয়াসিরের অবস্থান ৫৮১
তিন : আমর ইবনুল আস উসমানের হত্যার দায় থেকে মুক্ত ৫৮৬
চার : ফিতনা সম্পর্কে সাহাবিদের উক্তি ৫৮৮
পাঁচ : অন্যান্য ফিতনা অভ্যুদয়ে উসমানের হত্যার প্রভাব ৫৯১
ছয় : অন্যের ওপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি ইহ-পরকাল ধ্বংসের কারণ ৫৯২
সাত : উসমানের শোকে পঠিত পঙ্‌ক্তিমালা ৫৯৩

সারকথা # ৫৯৭

ভূমিকা

নিঃসন্দেহে সব প্রশংসা শুধুই আল্লাহর, আমরা যাঁর গুণকীর্তন করি, যাঁর কাছে সাহায্য চাই, যাঁর কাছে পাপ থেকে ক্ষমা চাই। আশ্রয় চাই তাঁর কাছে আত্মার প্রবঞ্চনা এবং মন্দকাজ থেকে। আল্লাহ যাকে পথ দেখান, কেউ তাকে পথহারা করতে পারে না; আর যাকে পথহারা করেন, কেউ তাকে পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

> হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে সেভাবে ভয় করো, যেভাবে ভয় করা উচিত এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]

> হে মানবমণ্ডলী, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি একই ব্যক্তি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করছেন এবং তাঁর থেকে তাঁর সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁদের উভয় থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামের অসিলায় তোমরা একে অপরকে আলাদা করো। নিশ্চয় আল্লাহই তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী। [সুরা নিসা : ০১]

> হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো, তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন, তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

হামদ ও সালাতের পর। এই গ্রন্থে সাইয়িদুনা উসমান ইবনু আফফান জুন্নুরাইন রা.-এর ব্যক্তিত্ব, কৃতিত্ব ও অবদান আলোচিত হয়েছে। এটি খলিফা সিরিজের একটি

অংশ। ইতিপূর্বে আপনাদের সামনে সিদ্দিকে আকবর ও ফারুকে আজমের সিরাত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই সিরিজে আমরা যে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েছি তা হচ্ছে, তাঁদের সিরাত থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের বিষয়গুলো ফুটিয়ে তোলা। সমাজ গঠন, রাষ্ট্র বিনির্মাণ, জাতীয় উন্নতি এবং নেতৃস্থানীয় ও সাধারণ মানুষের মধ্যে দীনের প্রচার-প্রসারে নিবেদিত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণদানে ঐশীরীতির পূর্ণ অনুকরণ।

মানবতার নেতৃত্বদানে মুসলিম উম্মাহর জন্য জরুরি হচ্ছে, তারা যেন তাদের পেছনের ইতিহাসের দিকে তাকায়। রাসুল ﷺ এবং খুলাফায়ে রাশিদিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। নবিজি এই উম্মাহকে ঐতিহাসিক সেসব ক্রান্তিকাল সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে গেছেন, উম্মাহকে যেসব কাল অতিক্রম করতে হবে। বলেছেন,

> আল্লাহর যত দিন ইচ্ছা তত দিন তোমাদের মধ্যে নবুওয়াত বিদ্যমান থাকবে। এর পর যখন ইচ্ছা তা উঠিয়ে নেবেন। এরপর নবুওয়াতের আদলে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। যত দিন ইচ্ছা আল্লাহ তা বহাল রাখবেন, এরপর তা-ও উঠিয়ে নেবেন। এরপর আসবে কঠিন বাদশাহিকাল। আল্লাহ যত দিন চাইবেন তা চলতে থাকবে, এরপর তা-ও উঠিয়ে নেবেন। এরপর পুনরায় খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ তথা নবুওয়াতের আদলে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।[১]

মুসলিম উম্মাহ তাদের জীবনে যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে চায়, এর জন্য খিলাফা আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহর পরিচিতি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা অপরিহার্য। রাসুল ﷺ বলেন,

> তোমরা আমার পন্থা এবং আমার পরে আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদার পন্থা অবলম্বন করো।[২]

খুলাফায়ে রাশিদার যুগের পুরো ইতিহাসই শিক্ষা ও উপদেশে পূর্ণ। সেই শিক্ষাগুলো চাই ঐতিহাসিক হোক কিংবা সমকালীন প্রেক্ষাপট-সংক্রান্ত; অথবা ফিকহ, সাহিত্য বা তাফসির-সংক্রান্ত—উৎসগ্রন্থাদিতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে, সেগুলো সংকলন এবং তা নিয়ে গবেষণা করা সময়ের অপরিহার্য দাবি। খিলাফতে রাশিদার ইতিহাস হচ্ছে মুসলিম জাতিসত্তার আত্মার খোরাক, যা উম্মাহকে করে তুলতে পারে অভিজাত, অন্তরগুলো করতে পারে পরিশুদ্ধ, জ্ঞানবুদ্ধি ও প্রজ্ঞাকে করতে পারে আলোকিত ও শানিত, চিন্তাভাবনাকে করতে পারে সহজতর,

---

[১] *আল-মুসনাদ* : ৪/২৭৩; *আল-বাজ্জার* বর্ণনা নং-১৫৮৮ রাবিগণ বিশ্বস্ত।

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪/২১০; *সুনানুত তিরমিজি* : ৫/৪৪; হাসান, সহিহ।

চেতনাকে প্রদীপ্ত। এই খিলাফতের চিত্র তুলে ধরতে পারে ইসলামি সমাজব্যবস্থায় অনৈক্যের কুফল, ঐক্যবদ্ধ উন্নতির আলোকিত পথ, জাতিগত পতনের কারণ। এই ইতিহাস থেকে আমরা অর্জন করতে পারি নবুওয়াতি ধারায় এবং খিলাফতে রাশিদার আলোয় নতুন প্রজন্মের মুসলিম যুবকদের গড়ার পথনির্দেশিকা। জানতে পারি সেই মহান লোকদের জীবনচরিত, যাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

> আর মুহাজির ও আনসারদের যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, যাতে তারা চিরস্থায়ী অবস্থান করবে, তা-ই হচ্ছে বিরাট সফলতা। [সুরা তাওবা : ১০০]

আল্লাহ আরও বলেছেন,

> মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল; আর যারা তাঁর সঙ্গে আছে তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল; আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদের রুকু ও সিজদাবনত দেখতে পাবে। [সুরা ফাতহ : ২৯]

আর তাঁদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসুলের বাণী হচ্ছে,

> আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ লোক তাঁরা, যাঁদের মধ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি।[৩]

তাঁদের ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের বক্তব্য হচ্ছে,

> যাঁরা আনুগত্য করতে চায় তারা যেন অতীতের লোকদেরই আনুগত্য করে। কেননা, জীবিতরা ফিতনামুক্ত নয়। আর তাঁরা হচ্ছেন আল্লাহর রাসুলের সাহাবিগণ। আল্লাহর কসম, তাঁরা ছিলেন এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁদের অন্তর ছিল সবচেয়ে বেশি পুণ্যময়। তাঁদের জ্ঞান ছিল গভীরতর, লৌকিকতামুক্ত। আল্লাহই তাঁদের নবিজির সঙ্গদান এবং দীন প্রতিষ্ঠার জন্য চয়ন করে নিয়েছিলেন। সুতরাং তোমরা তাঁদের মর্যাদা অনুভব করো। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো। যতটুকু সম্ভব তাঁদের চরিত্র এবং দীনদারি গ্রহণ করো। তাঁরা ছিলেন সরল-সঠিক পথের ওপর।[৪]

---

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ৪/১৯৬৩-১৯৬৪।

[৪] *শারহুস সুন্নাহ*, আল বাগাবি : ১/২১৪-২১৫।

সাহাবিগণই বাস্তবায়ন করে গেছেন ইসলামি বিধিবিধান। প্রচার করে গেছেন তা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে। তাঁদের সময়ই ছিল শ্রেষ্ঠতম সময়। তাঁরাই উম্মাহকে শিখিয়েছেন কুরআন। তাঁরাই শিক্ষা দিয়েছেন রাসুলের সুন্নাহ। তাই তাঁদের ইতিহাস এমন এক মূল্যবান রত্নাগার, যেখানে বিদ্যমান চিন্তাচেতনা, সভ্যতা, প্রজ্ঞা, জিহাদ, বিজয় এবং জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে আচরণের শিক্ষার পুঁজি। সত্যনিষ্ঠ পথ ও হিদায়াতের ওপর জীবনসফর অব্যাহত রাখতে সর্বকালের প্রজন্মের হতে পারে পথের দিশা। হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ সহায়িকা। এর আলোকে তারা পেতে পারে সত্যের পয়গাম। বুঝতে পারে সময়চাহিদার আওয়াজ।

ইসলামের শত্রুরা শুরু থেকেই ইসলামের ইতিহাসকে লক্ষ্য বানিয়ে রেখেছে। তারা ইসলাম ও এর আলোকিত ইতিহাসে শূন্যতা সৃষ্টির প্রচেষ্টায় লেগে আছে, যাতে উম্মাহর প্রজন্মকে ইসলামের আলোকিত অবস্থান এবং প্রজ্ঞাগত উত্তরাধিকার থেকে দূরে রাখতে পারে। তাই নিজেদের পূর্ণ প্রচেষ্টায় ইসলামি সমাজব্যবস্থায় বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার অপতৎপরতায় লিপ্ত আছে।

প্রাচ্যবিদ এবং তাদেরও পূর্ব থেকে রাফিজি সম্প্রদায় আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে আসছে যে, তারা ওই সব ভ্রান্ত ও মিথ্যা বর্ণনা খুব বেশি প্রচার করবে, যেগুলো সাহাবিদের জন্য মানহানিকর, যে মিথ্যা ইসলামের মহান ইতিহাসকেই কলঙ্কযুক্ত করে ফেলে। এরা তাঁদের ইতিহাসকে এমনভাবে চিত্রায়িত করতে চায়, যেখানে দেখা যাবে ক্ষমতা দখলের জন্য তাঁদের মধ্যে চলছিল রক্তক্ষয়ী সংঘাত। এ জন্য যেকোনো রাফিজি, প্রাচ্যবিদ এবং সেকুলারশ্রেণির ইতিহাস থেকে সতর্ক থাকা চাই। অনুরূপ তাদের থেকেও সতর্ক থাকা চাই, যারা এদের অনুসারী। আর আমাদের জন্য জরুরি হবে আমরা যেন সোনালি ইতিহাসের ওপর মিথ্যার আগ্রাসন প্রতিরোধ করি। মিথ্যাবাদীদের ওপর সত্যের মরণঘাতী তির ছুড়ে মারি। সেই আক্রমণ হবে সত্যের আলোয়, নির্ভেজাল দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে বাতিলের ঘাঁটিতে পারমাণবিক বোমার মতো ক্রিয়াশীল।

উম্মাহর প্রজ্ঞাজগতের বীরদের জন্য আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মানহাজের আলোকে ইসলামের ইতিহাস সংকলন, বিন্যাস এবং প্রচার-প্রসার জরুরি। এই মানহাজের ভিত্তিতে ইতিহাস রচনায় ইতিমধ্যে অনেক গবেষক এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের এ কাজ অনর্থক নয়। আল্লাহ অবশ্যই এই দীন ও উম্মাহকে হিফাজত করবেন। এ জন্যই তিনি উম্মাহ থেকে এমন কিছু মানুষকে চয়ন করে নিচ্ছেন, যাঁরা সাহাবিগণের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করছেন। গবেষণা

চালাচ্ছেন। এতৎসংক্রান্ত বিশুদ্ধ বর্ণনা বের করে নিয়ে আসছেন। আর মিথ্যা ও জাল বর্ণনাকারীদের চেহারা থেকে মুখোশ ছিঁড়ে ফেলছেন। এই মহান কাজে রত হওয়া কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ দ্বারাই সম্ভব। এ কাজে অবশ্যই ভূমিকা রয়েছে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমাম, ফকিহ, মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণের আন্তরিক প্রচেষ্টার, যাঁরা নিজেদের গ্রন্থসমূহে এমন অনেক সত্য রেখে গেছেন, যার মাধ্যমে ওই মিথ্যা, মনগড়া ও ভ্রান্ত বর্ণনাগুলো প্রতিরোধ করা সম্ভব।[৫]

আমি এই সিরিজ রচনায় আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নীতিমালা অবলম্বন করেছি। গ্রন্থগুলো রচনা করতে পুরাতন উৎসগ্রন্থ খুঁজে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। খুলাফায়ে রাশিদার ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে কেবল তাবারি, ইবনু আসির এবং জাহাবির গ্রন্থসহ প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদির ওপরই নির্ভর করিনি; বরং তাফসির, হাদিস এবং হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, রিজালশাস্ত্রের গ্রন্থ, এমনকি ফিকহের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন নিজের ওপর বাধ্যতামূলক করেছি। এসব গ্রন্থে এমনসব বিষয়ে প্রচুর প্রমাণপঞ্জি পেয়েছি, যেগুলো প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থে আমি খুলাফায়ে রাশিদার মধ্য থেকে উসমানের জীবনচরিত নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করেছি, যাঁর ব্যাপারে রাসুলের বক্তব্য ছিল, 'লজ্জার ক্ষেত্রে উসমান ছিলেন সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী।'[৬]

আর তাবুকযুদ্ধের প্রস্তুতিলগ্নে যখন তিনি আল্লাহর রাস্তায় অকল্পনীয় সম্পদ ব্যয় করেন, তখন নবিজি বলেছিলেন, 'আজকের পর থেকে কোনো কিছুই উসমানের ক্ষতি করতে পারবে না। আজকের পর থেকে কোনো কিছুই উসমানের ক্ষতি করতে পারবে না।'[৭]

এ ছাড়া নবিজি তাঁকে বিপদাপদের সঙ্গে জান্নাতের সুসংবাদও শুনিয়েছেন।[৮] আর ফিতনার সময় মানুষকে তিনি উসমান এবং তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গদানের জন্য উৎসাহ দিয়েছেন।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; আমি রাসুলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, 'আমার পরে তোমরা ফিতনা এবং মতবিরোধ প্রকাশ পেতে দেখবে' অথবা বলেছিলেন, 'মতবিরোধ ও ফিতনা প্রকাশ পেতে দেখবে।' আমরা বললাম, 'আল্লাহর রাসুল,

---

[৫] *আল-মানহাজুল ইসলামি লি-কিতাবাতিত তারিখ*, ড. মুহাম্মাদ মাখজুন : ৪।

[৬] *ফাজায়িলুস সাহাবা*, আবু আবদিল্লাহ আহমাদ ইবনু হাম্বল : ১/৪০৬, সনদ সহিহ।

[৭] *সুনানুত তিরমিজি* : ৩৭৮৫।

[৮] *সহিহ বুখারি* : ৩৬৯৫।

তখন আমাদের জন্য আপনার নির্দেশ কী?' নবিজি উসমানের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'তোমরা বিশ্বস্ত ও তাঁর সাথিদের সঙ্গ নেবে।'[৯]

নবিজির সময় থেকেই সাহাবিগণ প্রথমে আবু বকর, তারপর উমর এবং তারপর উসমানকে মর্যাদার আসন দিতেন। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বলেন, 'নবিজির যুগে আমরা কাউকে আবু বকরের সমমর্যাদার মনে করতাম না। এর পরের মর্যাদার স্থান ছিল উমরের, এরপরে উসমানের। এরপরে সাহাবিদের নিয়ে আমরা কোনো আলোচনা করতাম না। কাউকে অন্য কারও ওপর মর্যাদা দিতাম না।'

কবি নামিরি লেখেন,

সেই সন্ধ্যা স্মরণ করো, যে সন্ধ্যায় সর্বোত্তম ও বিশ্বস্ত লোকগুলো
আল্লাহর ওপর ভরসা করে উসমানের ঘরে প্রবেশ করে।
তিনি ছিলেন মুহাম্মাদের বিশ্বস্ত বন্ধু, সত্যিকার সহযোগী
এবং পৃথিবীতে বিচরণকারী উত্তম মানুষের মধ্যে চতুর্থ।

আবু মুহাম্মাদ কাহতানি লেখেন,

সিদ্দিকে আকবরের যখন ইনতিকাল হচ্ছিল, তখন
তিনি খিলাফত দ্বিতীয় ইমামের হাতে সমর্পণ করে যান।
অর্থাৎ, উমরের হাতে, যিনি তরবারির মাধ্যমে
ইমান ও কুফরে ব্যবধান সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন।
তিনি প্রকাশ্যে ইসলামপ্রচার করেছিলেন,
অন্ধকার মিটিয়ে গোপন বিষয় স্পষ্ট করেছিলেন।
খিলাফতের ব্যাপারটি শুরার ওপর ছেড়ে গিয়েছিলেন
এরপর লোকজন উসমানের খিলাফতে ঐকমত্য পোষণ করে।
যিনি এক রাকআতে পুরো রাত কাটিয়ে দিতেন,
এক রাকআতেই যিনি কুরআন খতম করে ফেলতেন।
ধ্বংস সেই দলের জন্য, যারা উসমানের ঘর পর্যন্ত পৌঁছেছিল,
যারা এক মহা পাপের জন্য একত্রিত হয়েছিল।

সাইয়িদুনা উসমান ইবনু আফফানের জীবন ছিল উম্মাহর ইতিহাসের এক আলোকোজ্জ্বল পৃষ্ঠা। আমি তাঁর সেই আলোকোজ্জ্বল জীবনের বিভিন্ন দিক খুঁজে খুঁজে বের করে সেগুলো সাজানোর চেষ্টা করেছি, যাতে উম্মাহর বিভিন্ন শ্রেণি-

[৯] *ফাজায়িলুস সাহাবা* : ১/৫৫০, সনদ সহিহ।

পেশার মানুষের পাশাপাশি শিক্ষক, ছাত্র, দায়ি, খতিব, রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ এবং গবেষকরাও উপকৃত হতে পারেন। নিজেদের জীবনে তাঁকে অনুসরণ করেন; আর আল্লাহ সমীপে উভয় জগতে কৃতকার্য হতে পারেন।

এ গ্রন্থে উসমান ইবনু আফফানের নাম, উপনাম, বংশ, উপাধি, পরিবার, জাহিলি ও ইসলামি যুগে তাঁর সামাজিক অবস্থান, নবিকন্যা রুকাইয়ার সঙ্গে তাঁর বিয়ে, বিভিন্ন পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়া, হাবশায় হিজরত, কুরআনের সঙ্গে তাঁর জীবন-সম্পর্ক এবং রাষ্ট্র বিনির্মাণে তাঁর অনবদ্য ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছি। এ ক্ষেত্রে আমি সেসব হাদিস খুঁজে বের করেছি, যেগুলোতে অন্যের সঙ্গে তাঁর মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই হাদিসগুলোও আলোচনায় এনেছি, যেগুলোতে এককভাবে তাঁর মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। যে ফিতনায় তিনি শাহাদাতের সুধা পান করেছিলেন, সেই ফিতনা সম্পর্কে রাসুল ﷺ থেকে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা উল্লেখ করেছি। তাঁকে খলিফা নিযুক্ত করার পুরো প্রেক্ষাপট আলোচনা করেছি। বলেছি তখন আবদুর রাহমান ইবনু আউফ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, সে কথাও। এ প্রসঙ্গে রাফিজিদের পক্ষ থেকে যেসব ভ্রান্ত বর্ণনা এসেছে, সেগুলোর প্রতিবাদ করেছি। শক্তিশালী প্রমাণের মাধ্যমে সেগুলোর ভ্রান্তি ও দুর্বলতা তুলে ধরেছি। তাঁর খিলাফতের ব্যাপারে সাহাবিদের ঐকমত্য তুলে এনেছি।

জনসাধারণ এবং সামরিক বিভিন্ন কর্মকর্তা ও গভর্নরের নামে উসমানের পাঠানো পত্রাবলির আলোকে তাঁর শাসনব্যবস্থা ও জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে আলোকপাতের চেষ্টা করেছি। তিনি আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠায়, খিলাফতের দায়িত্ব পালনে শুরা, ন্যায়বিচার, সাম্য, সম্প্রীতি এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় সমাজে সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ কার্যকর করতে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা-ও সুস্পষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছি। তাঁর বিশেষ কিছু নেতৃত্বগুণের ওপরও আলোকপাত করেছি। এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে তাঁর এমন ১৯টি গুণের কথা বলেছি, যেগুলো তাঁর উন্নত চরিত্র ও উত্তম ব্যক্তিত্বের কথা সুস্পষ্ট করে। অর্থনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর গৃহীত অর্থনীতির সেই চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, যা তিনি খিলাফতগ্রহণের পরপরই ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে রাষ্ট্রীয় ব্যয়, গভর্নর ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, হজ-মৌসুমের ব্যয়, মসজিদে নববির পুনর্নির্মাণ, সংস্কার, অবকাঠামোগত পরিবর্তন এবং মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ, প্রথম মুসলিম নৌবাহিনী গঠন, শুয়াইবা থেকে জিদ্দায় বন্দর স্থানান্তর, কূপ খনন, মুআজ্জিনদের বেতন প্রভৃতি বিষয়ের ওপর

আলোকপাত করেছি। সম্পদের প্রাচুর্যের ফলে সমাজজীবনে এর প্রভাব, উসমান এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সম্পর্ক, বায়তুলমাল থেকে দানের বাস্তবতা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনাও বাদ দিইনি। আলোচনা করেছি আদালত-সংক্রান্ত বিষয়সহ উসমানের কিছু ইজতিহাদি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে, যেগুলো পরবর্তীকালে ফিকহশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ উৎসে পরিণত হয়েছে। এর সঙ্গে আমি উৎসগ্রন্থসমূহে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা উসমানি শাসনামলের বিজয়গাথা নিয়েও আলোচনার চেষ্টা চালিয়েছি। এসব বিজয় থেকে অর্জিত শিক্ষা এবং উপদেশও বর্ণনা করেছি। যেমন : ইমানদারদের আল্লাহর ওয়াদার বাস্তবায়ন, সামরিক ও রাজনীতিবিভাগের উন্নতির উৎস, সীমান্তের নিরাপত্তার প্রতি গুরুত্বারোপ, শত্রুর মোকাবিলায় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা এবং শত্রু সম্পর্কে অবহিতি অর্জন প্রভৃতি। এতৎসঙ্গে জায়গায় জায়গায় ইসলামের মহান বিজেতাদের জীবনীও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যেমন : আহনাফ ইবনু কায়েস, আবদুর রাহমান ইবনু রাবিআ বাহিলি, সুলায়মান ইবনু রাবিআ, হাবিব ইবনু মাসলামা ফিহরি প্রমুখের জীবনগাথা।

উসমানের সবচেয়ে উজ্জ্বল কাজ হিসেবে এক কিরাআতের ওপর উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধকরণের ব্যাপারটি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছি। কুরআনের কপিকরণের সময় সাহাবিগণের পরমর্শগ্রহণ, কপিকৃত কুরআনের সংখ্যা, বিভিন্ন শহরে তা পাঠানো, বিভিন্ন কিরাআতে কুরআনপাঠে নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত বিষয়গুলোও আলোচনায় নিয়ে এসেছি। কুরআনের আয়াতের ব্যাপারে সাহাবিদের অনুভূতি, গভর্নরপদ, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপনা, গভর্নরদের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক সম্পর্ক, তাঁদের কাজের সম্পর্কে অবহিতির মাধ্যম এবং গভর্নরদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক নিয়েও আলোচনার চেষ্টা করেছি। আবু জার, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আম্মার ইবনু ইয়াসির রাজিআল্লাহু আনহুমের সঙ্গে উসমানের সম্পর্কের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরেছি। তাঁকে হত্যার প্রেক্ষাপট সবিস্তারে আলোচনার চেষ্টা চালিয়েছি। প্রতিটি কারণ আলাদা আলাদা শিরোনামে বিন্যস্ত আকারে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছি। যেমন : কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছি—অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সমাজে সমৃদ্ধির প্রভাব, সামাজিক পরিবর্তন, উমরের পর তাঁর খিলাফতি, শীর্ষ সাহাবিদের মদিনা ত্যাগ, জাহিলি যুগের সাম্প্রদায়িকতা, বিজয়ধারা আটকে যাওয়া, জাহিলি যুগের ইবাদত ও পরহেজগারি, ক্ষমতার লিপ্সা, হিংসুকদের চক্রান্ত, মাজলুম খলিফার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের পরিকল্পিত প্রচেষ্টা, মানুষকে উত্তেজিত করার মাধ্যম গ্রহণ, ফিতনা প্রচারে সাবায়ি ফিরকার ভূমিকাসহ আরও অনেক বিষয়। এতৎসঙ্গে আলোচনা করেছি এসব ফিতনা মোকাবিলায় উসমান রা. যেসব

কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন সেগুলোও। যেমন : বিভিন্ন প্রদেশে তদন্তকমিটি পাঠানো, প্রত্যেক প্রদেশের সাধারণ মানুষের উদ্দেশে পত্র পাঠানো, গভর্নরদের সঙ্গে পরামর্শগ্রহণ, বিদ্রোহীদের ওপর প্রমাণ উপস্থাপন, তাদের কিছু দাবি মেনে নেওয়া প্রভৃতি বিষয়সমূহ। একইভাবে ফিতনা নিরসনে তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগ—যেমন : অনুসন্ধান, ন্যায়বিচার, ইনসাফ, ধৈর্য, উদারতাসহ বিভেদ উসকে দেয়, এমন বিষয় সযত্নে পরিহার, নীরবতা অবলম্বন, অধিক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকা, আলিম সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শগ্রহণ, ফিতনা সম্পর্কে রাসুলের হাদিস অনুযায়ী চলার চেষ্টা ইত্যাদি। বর্ণনা করেছি মদিনায় বিদ্রোহীদের চড়াও হওয়ার বিষয়সহ তাঁকে অবরুদ্ধ করে নেওয়া, সাহাবিগণের প্রতিরোধচেষ্টা; কিন্তু তাঁর বাধা এবং তাঁর হত্যা-পরবর্তী সাহাবিদের অবস্থান-সংক্রান্ত বিষয়সমূহও।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি উসমানের শ্রেষ্ঠত্বের দলিল। আশা করি এটি পাঠকের সামনে প্রমাণ করতে সক্ষম হবে—তিনি ইমান, ইলম ও আখলাকের দিক দিয়ে ছিলেন শ্রেষ্ঠ অবস্থানে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল ইসলামে গভীর অনুভবের ফসল। আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্কের প্রমাণ এবং রাসুলের নীতি ও আদর্শের অনুসরণের ফল।

আমি এই গ্রন্থের রচনা ১৪২৩ হিজরি ৮ রবিউস সানি—২০০২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ জুন বুধবার ফজরের সময় সমাপ্ত করেছি।

আল্লাহর দরবারে তাঁর আসমায়ে হুসনা এবং উন্নত গুণাবলির অসিলায় প্রার্থনা করছি, তিনি যেন অধমের এই প্রচেষ্টা একান্তই তাঁর জন্য করে নেন। এর মাধ্যমে যেন তাঁর বান্দাদের উপকৃত করেন। আমি যা লিখেছি এর জন্য যেন আমাকে প্রতিদান দেন। এগুলো যেন আমার পুণ্যের পাল্লায় রাখেন। অধমকে এই কাজ পূর্ণতায় পৌঁছাতে যে-সকল ভাই চেষ্টা করেছেন, তাদেরও সাওয়াব দান করেন। প্রত্যেক মুসলিম পাঠকের কাছে আমার বিনীত নিবেদন, তারা যেন তাদের দুআয় অধমকে স্মরণ রাখেন।

আল্লাহ বলেন,

> হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি। আমার ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ, তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি, যা তুমি পছন্দ করো এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো। [সুরা নামাল : ১৯]

আল্লাহ বলেন,

> আল্লাহ কারও প্রতি কোনো অনুগ্রহ করলে কেউ তার প্রতিরোধকারী হতে পারে না এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে তৎপর কেউ তার উন্মুক্তকারী নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সুরা ফাতির : ২]

সালাত বর্ষিত হোক আমাদের সাইয়িদ মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর। হে পবিত্রতম সত্তা, হে আল্লাহ, সব প্রশংসা তোমার। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তোমার কাছেই আমি ক্ষমা চাই, তোমার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন। আমাদের শেষ কথা, যাবতীয় প্রশংসা জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ সাল্লাবি

প্রথম অধ্যায়

মক্কা ও মদিনায় উসমান ইবনু আফফান

- নাম, বংশতালিকা, উপনাম, উপাধি, গুণাবলি, পরিবার এবং জাহিলি যুগে তাঁর অবস্থান
- উসমান এবং কুরআন
- মদিনায় নবিজির সার্বক্ষণিক সাহচর্য
- উসমান সম্পর্কে নবিজির হাদিসসমূহ
- উসমান, আবু বকর ও উমরের খিলাফতকাল

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, বংশতালিকা, উপনাম, উপাধি, গুণাবলি পরিবার এবং জাহিলি যুগে তাঁর অবস্থান

এক. নাম, বংশতালিকা, উপনাম ও উপাধিসমূহ

১. নাম ও বংশতালিকা

উসমান ইবনু আফফান ইবনু আবিল আস ইবনু আবদি শামস ইবনু আবদি মানাফ ইবনু কুসাই ইবনু কিলাব।[১০] আবদি মানাফে গিয়ে তাঁর বংশতালিকা নবিজির বংশতালিকার সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। তাঁর মা আরওয়া বিনতু কুরাইজ ইবনু রাবিআ ইবনু হাবিব ইবনু আবদি শামস ইবনু আবদি মানাফ ইবনু কুসাই।[১১] তাঁর নানি হচ্ছেন উম্মু হাকিম বাইজা বিনতু আবদিল মুত্তালিব। তিনি ছিলেন নবিজির পিতা আবদুল্লাহর সহোদরা। জুবায়ের ইবনু বাক্কারের মতে, তাঁরা উভয়ে যমজ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ হিসেবে উসমান ছিলেন নবিজির ফুফাতো বোনের সন্তান; আর নবিজি ছিলেন তাঁর মায়ের মামাতো ভাই। তাঁর মা ইসলামগ্রহণে ধন্য হন। তাঁর খিলাফতকালেই তিনি ইনতিকাল করেন। উসমান নিজেই তাঁকে কবরস্থানে নিয়ে যান।[১২]

২. উপনাম

জাহিলি যুগে তাঁর উপনাম ছিল আবু আমর; কিন্তু নবিজির কন্যা রুকাইয়ার সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তাঁর গর্ভে আবদুল্লাহর জন্ম হলে তিনি আগের উপনাম পালটে আবু আবদিল্লাহ উপনাম গ্রহণ করেন। মুসলমানগণ তাঁকে তখন থেকে এই উপনামে স্মরণ করতে থাকেন।[১৩]

---

[১০] *তাবাকাতু ইবনি সাআদ* : ৩/৫৩; *ইসাবা* : ৪/৩৭৭, নম্বর-৫৪৬৩।

[১১] *আত-তামহিদ ওয়াল বায়ান ফি মাকতালিশ শাহিদ উসমান*, মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া আন্দালুসি : ১৯।

[১২] *আল-খিলাফাতুর রাশিদ ওয়াদ দাওলাতুল উমাবিয়া*, ড. ইয়াহইয়া আল ইয়াহইয়া : ৩৮৮।

[১৩] *আত-তামহিদ ওয়াল বায়ান ফি মাকতালিশ শাহিদ উসমান*, মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া আন্দালুসি : ১৯।

৩. উপাধি

তাঁকে জুন্নুরাইন উপাধিতে ডাকা হতো। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি[১৪] *সহিহ বুখারির* ব্যাখ্যাগ্রন্থে লেখেন, মাহলাব ইবনু আবি সুফরাকে[১৫] প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাঁকে কেন জুন্নুরাইন নামে ডাকা হয়? উত্তরে বলেছিলেন, তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় এমন কেউ ছিলেন না, যিনি নবিজির দুই মেয়েকে বিয়ের গৌরব অর্জন করেছিলেন।[১৬]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর ইবনু আবান জুফি বলেন, মামা হুসাইন আল জুফি বলেছিলেন, 'জানো, উসমানকে কেন জুন্নুরাইন বলা হয়?' আমি বলি, 'জি না।' তিনি বলেন, 'আল্লাহ যে দিন থেকে আদমকে সৃষ্টি করেছেন, সে দিন থেকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত কারও বিয়েবন্ধনে নবির দুই মেয়ে একত্রিত হননি। এ জন্যই তাঁকে এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।'[১৭]

কেউ কেউ বলেছেন, তিনি প্রতিরাতে সালাতে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতেন। যেহেতু কুরআন এবং কিয়ামুল-লাইল (তাহাজ্জুদ) উভয়টিই নুর, এ জন্য তাঁকে জুন্নুরাইন বলা হতো।[১৮]

৪. জন্ম

বিশুদ্ধ বর্ণনামতে, তিনি মক্কায় আমুল ফিলের (হস্তিবর্ষের) ছয় বছর পরে জন্মগ্রহণ করেন।[১৯] সে হিসেবে তিনি ছিলেন নবিজির পাঁচ বছরের ছোট।[২০] অবশ্য কেউ কেউ তাঁর জন্মস্থান হিসেবে তায়েফের কথা উল্লেখ করেছেন।

---

[১৪] তাঁর নাম মাহমুদ ইবনু আহমাদ ইবনু মুসা আইনি। উপনাম ছিল আবু মুহাম্মাদ। তাঁকে ইতিহাস, হাদিস ও ফিকহ বিষয়ে অভিজ্ঞ আলিমদের কাতারে গণ্য করা হয়ে থাকে। ৮৫৫ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। দ্রষ্টব্য *শাজারাতুজ জাহাব* : ৭/২৮৬; *আজ-জুউল লামি* : ১০/১৩১।

[১৫] মাহলাব ইবনু আবি সুফরা ছিলেন একজন বাহাদুর আমির। মুআবিয়ার খিলাফতকালে তিনি হিন্দুস্থানে আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরের খিলাফতকালে তিনি ছিলেন জাজিরার গভর্নর। আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের যুগে তিনি খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন। পরে ৭৯ হিজরিতে আবদুল মালিকের পক্ষ থেকে খোরাসানের গভর্নর নিযুক্ত হন। খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যই তিনি বেশি পরিচিতি পেয়েছেন। ৮৩ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন। *ওয়াফায়াতুল আইয়ান* : ৫/৩৫০; *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/৩৮৩।

[১৬] *উমদাতুল কারি* : ১৬/২০১।

[১৭] *সুনানুল বায়হাকি* : ৭/৭৩। ড. আতিফ মাজিয়া একে হাসান বলেছেন।

[১৮] *উসমান ইবনু আফফান জুন্নুরাইন*, আব্বাস আক্কাদ : ৭৯।

[১৯] *আল-ইসাবা* : ৪/৩৭৭, বর্ণনা : ৫৪৬৪

[২০] *উসমান ইবনু আফফান*, সালিহ আরজুন : ৪৫।

৫. জন্মগত গুণাবলি

গড়গঠন ছিল মধ্যমাকার। অতিরিক্ত খাটো বা লম্বা ছিলেন না। চামড়া ছিল অপেক্ষাকৃত হালকা। দাড়ি ছিল লম্বা এবং দীর্ঘ। গ্রন্থির হাড়গুলো ছিল আকারে বড়। উভয় ঘাড়ের কাঁধ মধ্যভাগের প্রশস্ততা ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি। মাথার চুল ছিল ঘন। দাড়িতে ব্যবহার করতেন হলদেটে খিজাব।

ইমাম জুহরি বলেন, উসমান ছিলেন মধ্যমাকায়, চুলগুলো ছিল সুন্দর, ব্যক্তি হিসেবে সুদর্শন। মাথার সামনের চুলগুলো অনেকটা পড়ে গিয়েছিল। উভয় পায়ের মধ্যখানের ফাঁক ছিল যথেষ্ট।[২১] নাক ছিল উঁচু, গোড়ালি গোস্তপূর্ণ মোলায়েম। বাহু লম্বা, কুঁকড়ানো চুল, দাঁতগুলো চকচকে সুন্দর। তাঁর উভয় পাশের চুলের গোছা কানের নিচ পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর গাত্রবর্ণ ছিল বাদামি। তবে সঠিক কথা হচ্ছে তিনি ছিলেন গৌরবর্ণ দেহবিশিষ্ট।[২২]

দুই. পরিবার

তাঁর বিয়ে ছিল মোট আটটি। সবকটি বিয়েই হয়েছিল ইসলামগ্রহণের পর। স্ত্রীদের তালিকা :

১. রুকাইয়া বিনতু রাসুলিল্লাহ ﷺ। তাঁর গর্ভে আবদুল্লাহ নামের এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন।

২. উম্মু কুলসুম বিনতু রাসুলিল্লাহ ﷺ। রুকাইয়ার ইনতিকালের পর তাঁকে বিয়ে করেন।

৩. ফাখতা বিনতু গাজওয়ান। তিনি ছিলেন আমির উতবা ইবনু গাজওয়ানের বোন। তাঁর গর্ভে আবদুল্লাহ আল আসগার জন্মগ্রহণ করেন।

৪. উম্মু আমর বিনতু জুনদুব আল আজদিয়া। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন আমর, খালিদ, আবান, উমর এবং মারইয়াম।

৫. ফাতিমা বিনতু ওয়ালিদ ইবনু আবদি শামস ইবনু মুগিরা আল মাখজুমিয়া। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ওয়ালিদ, সায়িদ, উম্মু সাআদ।

৬. উম্মুল বানিন বিনতু উয়াইনা ইবনু হাসান আল ফাজারিয়া। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন আবদুল মালিক নামের এক পুত্র।

---

[২১] *তারিখুত তাবারি* : ৫/৪৪০।

[২২] *সাফওয়াতুস সাফওয়া* : ১/২৯৫; *সাহিহুত তাওসিক ফি হায়াতি জিন্নুরাইন* : ১৫।

৭. রামলা বিনতু শায়বা বিনতু রাবিআ আল উমাবিয়া। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন আয়েশা, উম্মু আবান ও উম্মু আমর। রামলা ইসলামগ্রহণ করেন এবং নবিজির হাতে বায়আতের সৌভাগ্যও অর্জন করেন।

৮. নায়লা বিনতু ফুরাফিসা আল কালবিয়া। তিনি আকদের সময় ধর্মমতে খ্রিষ্টান ছিলেন; কিন্তু রুখসতির আগে ইসলামগ্রহণ করে উত্তম মুসলমান হিসেবেই বাকি জীবন অতিবাহিত করেন।[২৩]

পুত্রগণ

তাঁর পুত্রসন্তান ছিলেন মোট নয়জন :

১. আবদুল্লাহ। তাঁর মা ছিলেন নবিজির কন্যা রুকাইয়া রা.। হিজরতের দুই বছর পূর্বে তাঁর জন্ম। মা-বাবার সঙ্গে মদিনায় হিজরত করেন। মদিনা-জীবনের শুরুর দিকেই একটি মোরগের ঠোকরে তাঁর চেহারায় একেবারে চোখের পাশের জায়গাটি মারাত্মক আহত হয়। এরপর এই আঘাতের প্রভাব ধীরে ধীরে পুরো চেহারায় ছড়িয়ে পড়ে। আর এই অসুখেই তিনি চতুর্থ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর।[২৪]

২. আবদুল্লাহ আল আসগার। তাঁর মা ছিলেন ফাখতা বিনতু গাজওয়ান।

৩. আমর। তাঁর মায়ের নাম ছিল উম্মু আমর বিনতু জুনদুব। তিনি তাঁর পিতা উসমান এবং উসামা থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে আলি ইবনু হুসাইন জায়নুল আবিদিন, সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব এবং আবুজ জানাদ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বেশি হাদিস বর্ণনা করেননি। মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ানের কন্যা রামলাকে বিয়ে করেছিলেন। ৮০ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

৪. খালিদ। তাঁর মায়ের নাম ছিল আমর বিনতু জুনদুব।

৫. আবান। তাঁর মায়ের নাম উম্মু আমর বিনতু জুনদুব। তিনি ছিলেন ফিকহশাস্ত্রের ইমাম। উপনাম ছিল আবু সায়িদ। আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের শাসনামলে সাত বছর মদিনার গভর্নর ছিলেন। তিনি তাঁর মা এবং জায়েদ ইবনু সাবিত থেকে হাদিস শ্রবণ করেন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের

[২৩] *তারিখুত তাবারি* : ৫/৪৪১; *আত-তামহিদ ওয়াল বায়ান ফি মাকতালিশ শাহিদ উসমান* : ১৯; *আল-আমিন জুননুরাইন*, মাহমুদ শাকির : ৩৬৪।

[২৪] প্রাগুক্ত: ৩৬৫; *আত-তামহিদ ওয়াল বায়ান ফি মাকতালিশ শাহিদ উসমান* : ১৯।

মধ্যে এটিও একটি, যা তিনি তাঁর পিতা উসমান রা. থেকে বর্ণনা করেছেন; 'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এই দুআ পাঠ করবে—

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

ওই দিনে কিংবা রাতে তার কোনো ক্ষতি হবে না।' শেষ বয়সে আবান পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলে বলেন, আল্লাহর কসম, আমি দুআটি পড়তে ভুলে যাওয়ায় আল্লাহর ফায়সালা আমার ওপর কার্যকারী হয়েছে।[২৫] তিনি তাঁর যুগের ফকিহদের মধ্যে গণ্য হতেন। ১০৫ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।[২৬]

৬. উমর। তাঁর মায়ের নামও ছিল উম্মু আমর বিনতু জুনদুব।

৭. ওয়ালিদ। তাঁর মায়ের নাম ফাতিমা বিনতু ওয়ালিদ ইবনু আবদি শামস ইবনু মুগিরা আল মাখজুমিয়া।

৮. সায়িদ। তিনিও ছিলেন ফাতিমা বিনতু ওয়ালিদ আল মাখজুমিয়ার সন্তান। মুআবিয়ার শাসনামলে ৫৬ হিজরিতে তিনি খোরাসানের গভর্নর নিযুক্ত হন।

৯. আবদুল মালিক। উম্মুল বানিন বিনতু উয়াইনা ইবনু হাসানের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি ইনতিকাল করেছিলেন।

এ ছাড়া নায়লার গর্ভজাত আনবাসা নামের তাঁর আরেক সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৭]

কন্যাগণ

তাঁর পাঁচ স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা ছিলেন মোট সাতজন :

১. মারইয়াম। মায়ের নাম ছিল উম্মু আমর বিনতু জুনদুব।

২. উম্মু সায়িদ। মায়ের নাম ফাতিমা বিনতু ওয়ালিদ ইবনু আবদি শামস আল মাখজুমিয়া।

৩. আয়েশা, উম্মু আবান, উম্মু আমর—এঁরা ছিলেন রামলা বিনতু শায়বা বিনতু রাবিআ আল উমাবিয়ার গর্ভজাত।

---

[২৫] *আত-তিরমিজি, কিতাবুদ দাওয়াত* : ৩৩৮৫, বর্ণনাটি বিশুদ্ধ।

[২৬] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/২৩৫; *তারিখুল কুজায়ি* : ৩০৮।

[২৭] *আল-আমিন জুননুরাইন* : ৩৬৯।